নতুন কিছু ধর্মের কথা

জাহিদ রাসেল

সভ্যতার উষালগ্ন থেকে বিভিন্ন সময় মানুষের ভয়, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের কারণে বহু ধর্মীয় মতবাদের উদ্ভব হয়েছে । এর অনেকগুলোই সময়ের সাথে বিলিন হয়ে গেছে আবার এর কোন কোনটি বৃহৎ জন গোষ্ঠির মূলধারার ধর্মীয় বিশ্বাস হিসাবে টিকে রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ পরবর্তি সময়ে এধরনের আরো বহু ধর্মীয় মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। উন্নত বিশ্বেদ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ পরবর্তি সময়ের নতুন ধর্মীয় আন্দোলনের (New Religious Motvement-NRM) উপর আলোকপাতের উপর করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

বিশ শতকে উন্নত বিশ্বের মানুষেরা মূল ধারার ধর্মগুলো থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। বস্তুবাদের বিকাশের ফ লে মানুষ জীবনের ব্যাপক অর্থে খুঁজে প্রতিষ্ঠা করতে থাকে নতুন ধর্ম। যার ফলে বিগত দশকের ষাট ও সত্তুরের দশকে নাটকীয় ভাবে বেগ পায় নতুন ধর্মীয় আন্দোলনের (New Religious Movement-NRM)। কখনও কখনও মূল ধারার ধর্ম যেমন খ্রিস্টান, জুডিজ্যম ও ইসলাম ধর্ম থেকে বের হয়ে এর কিছু অনুসারি এ সকল ধর্মগুলোর মূল শিক্ষার আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে আবার কখনো প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা,দর্শন প্যাগানিজম(paganism) অথবা বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনী দ্বারা প্রাভাবিত হয়ে মানুষ নতুন ধর্মীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহন করে। বর্তমানে উত্তর আমেরিকাতে প্রায় ১৫০০-২০০০ , ব্রিটেনে ৫০০ এবং আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকার উপজাতিদের মধ্যে প্রায় ১০,০০০ নতুন ধর্মীয় মতবাদ প্রচলিত। এক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে আমেরিকা,জাপান,কানডা, পশ্চিম জার্মানি, ন্যদারল্যান্ড ও ফ্রান্সের মতো যে সকল দেশে মূলধারার ধর্মের প্রভাব কম সেখানে ই নতুন ধর্মগুলোর বিস্তার বেশি লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে ইটালি, গ্রিস, স্পেন,অষ্ট্রিয়া ও আয়ারল্যান্ডের মতো দেশ যেখানে মূল ধারার ধর্মের প্রভাব বেশি সেখানে নতুন ধর্মীয় আন্দোলনের প্রভাব কম। এখানে এদের কয়েকটি সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ-

- খ্রীষ্টান উপদল সমূহ (Christian Sect) :- এ ধরনের উপদল গুলো দুটি কারণে গতানুগতিক মূলধারার খ্রীষ্টান উপদল গুলো থেকে আলাদা। প্রথমত, এরা বাইবেলের যে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে তা চার্চের দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে ভিন্ন। দ্বিতীয়ত, এদের কোন কোন গ্রুপ অন্য গ্রন্থকে বাইবেলের সমমর্যাদা দিয়ে থাকে। যেমন The church of Jesus Christ of latter day

Saints, যা Mormon ধর্ম হিসাবে পরিচিত, তারা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ Book of Mormon কে তারা বাইবেলের মতো পবিত্র মনে করে। অসংখ্য খ্রীষ্টান উপদল সমূহের মধ্যে Jehovah's witness,the Salvation Army, Seventh Day Adventist Church সুপরিচিত। বিশ্বাসগত পাথর্ক্যের জন্যে বিভিন্ন সময় খ্রীষ্টান চার্চের সাথে এদের দ্বন্দ দেখা দেয়। যেমন- Ethernal flame foundation এর সদস্যরা মনে করে তারা দৈহিক ভাবে অবিনশ্বর থেকে যাবে, আবার এদের কোন কোন গ্রুপ মনে করতো ''Messiah'' ২০০০ সালের ১লা জানুয়ারি পৃথিবীতে আসবেন এবং পৃথিবী ধবংস হবে। ২০০০ সালের ১লা জানুয়ারি www.olivertree.com নামক একটি ওয়েব সাইটে ''Messiah cam'' নামে একটি লিংকের মাধ্যমে জেরুজালেমের গোলডেন গেইটে স্থাপিত ক্যামেরার মাধ্যমে Messiah এর আগমন সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়। যদিও তিনি নিদ্ধারিত তারিখে আসেন নি, কিন্তু ক্যামেরাটি এখনও পযর্ন্ত অপেক্ষা করছে!!

. .

- The Unification church:- The Unification church সম্ভবত নতুধর্মীয় আন্দোলনের স্রোতে সবচেয়ে সুপরিচিত নাম।এটির নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন উত্তর কোরিয়ায় জন্ম গহন কারি The Reverend Sun Myung Moon. এই ধর্মের অনুসারিরা ''Moonies'' নামে পরিচিত। এদের মূল বিশ্বাসগুলো লিপিবদ্ধ আছে Devine Principle নামক বইয়ে। যাতে প্রাচ্যের দর্শনের সাথে সমন্বয় স্থাপন করে পুরাতন ও নতুন টেষ্টামেন্টের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন Reverend Moon, যাকে তার অনুসারিরা Messiahবলে মনে করেন। গত শতকের ৭০ এর দশকের গোড়ায় এটি বিশ্ববাসির নজর কারে যখন Moon যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বড় বড় র‌্যালি-সমাবেশের আয়োজন করেন। এর সদস্যরা ছিল কলেজ পড়ুয়া মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেনীর। Unification church গন বিয়ের আয়োজনের জন্যে বিখ্যাত ছিল। সবচেয়ে মজার বিষয় ছিল হোল রুমে আগত পাত্র-পাত্রীদের মাঝ থেকে বিয়ের জন্য জুটি নির্বাচন করতেন Moon নিজে । একেকটি অনুষ্ঠানে ২০০০বা তারো বেশি বিয়ে হতো। ১৯৭০ এর দিকে এই গ্রুপের সদস্যরা ঘরে ঘরে গিয়ে ফুল, কাপড়,মিষ্টি ,বৃক্ষ বিক্রি করতো। বতোর্মানে এর সদস্যরা Unification church মালিকানাধিন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। Unification church কতৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান গুলোর মাঝে আছে সংবাদ পত্র (Wasington times), টেলিভিশ ষ্টেশন, হোটেল চেইন, বিশ্ববিদ্যালয়, কলকারখানা। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের হিসাব মতো সারা পৃথিবী জুড়ে Unification church এর প্রায় ৪.৫ মিলিয়ন সদস্য আছে। Moon তার বিলাস বহুল জীবন যাপন পদ্ধতি ও সদস্যদের দরিদ্র জীবন যাপন পদ্ধতি এবং ডান পন্থি রাজনীতির সমথর্ন দেবার জন্যে সমালোচিত হোন।

• প্রাচ্যের দ র্শন দ্বারা প্রভাবিত নতুন ধর্মীয় আন্দোলোনঃ- Internation Society for krisna Consciousness, , Brahma Kumaris(Raja yoga), Ananda Marga, Rajneeshism, The Sannyasins,The Orange people এবং Elan vital এর মতো ধর্মীয় আন্দোলন গুলো প্রাচীন হিন্দু ধর্মের দর্শনকে ভিত্তি করেই উদ্ভব হয়েছে। অন্যদিকে Zen ও Nichiren Shoshu Buddhism বৌদ্ধ দর্শনকে ভিত্তি করেই উদ্ভব হয়েছে। এখানে এদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ইন্টারন্যশনাল স্যোসাইটি ফর কৃষ-া কনসেন্স(ISKCON) সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

• ইন্টারন্যশনাল স্যোসাইটি ফর কৃষ-া কনসেন্স(ISKCON)ঃ- এটি "হরে কৃষ-া" আন্দোলন নামেও পরিচিত। এর প্রতিষ্ঠাতা কলকাতায় জন্ম গ্রহন কারী A.C.Bhaktivedant Swami Prabhupada. এটি নতুন কোন ধর্ম নয়। এটি মুলত ভিসনাভা হিন্দু ধর্ম থেকে তৈরি হয়েছে। এটিকে এর পশ্চিমা সংস্করন বলা যেতে পারে। পশ্চিমা দেশ গুলোয় থাকা বহু প্রবাসি ও ভারতের হিন্দুরা একে সত্যিকারের হিন্দু উপদল হিসাবে স্বীকার করে নেয়। Prabhupada ১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং এটি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। হিপ্পি ও মাদকে আসক্তদের এটি দ্রুত টেনে নেয়। এর সদস্যরা মনে করেন গভীর আধ্যাতিকতার মাধ্যমে প্রকৃত সুখী হয়া যায়। এর সদস্যরা দিনে ১৭২৮ বার হরে কৃষ-া মন্ত্র জপে থাকে। এর সদস্যরা মাছ,মাংস,ডিম খাওয়া,ধূমপান করা,চা,কফি,মদ পান করা ও বিবাহ বহির্ভুত সেক্স থেকে বিরত থাকে। তারা কৃষ- বিষয়ক সাহিত্য বিতরন, অনুদান সগ্রহ ও সদস্য সংগ্রহ করে থাকে। এর সদস্যদেরর রাস্তার পাশে মস্তক মন্ডিত, জাফরান রঙ্গের পোষাক পরিহিত অবস্থায় "হরে কৃষ-া" জপ করতে দেখা যায়। ২০০২ সালে এর কিছুপ্রাক্তন সদস্য এই বলে অভিযোগ আন যে ৭০ ও ৮০'র দশকে ISKCON এর বোডিং স্কুল গুলোতে মারাত্বক শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল। ২০০২ সালের দিকে ব্যাংকের কাছে বড় অংকের দেনার দায়ে এর আমেরিকায় এর সব গুলো স্কুল বন্ধ হয়ে যায়।

• The Curch of Scientology:-১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত The Curch of Scientology এর প্রতিষ্ঠাতা Lafayette Ron Hubbard একজন সাইনস ফিকসন লেখক ছিলেন। ১৯৫০ সালে তার লিখা ''Dianetics: The mordern Science of Mental Health'' বইটি আমেরিকায় খুব জন প্রিয়তা পায় যা এখনও একটি বেষ্ট সেলার। Dianetics থেরাপিতে মনে করা হয় মানুষের মস্তিস্কে তার জীবনে বা পূব র্বতি জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার চিত্র গেঁথে থাকে। এ সকল ঘটনার চিত্র সম্মিলিত ভাবে মানুষের উন্নতির পথে বাঁধা হিসাবে দেখা দিতে পারে। Scientologiest

দাবী করে থাকেন , The Curch of Scientology থেরাপি কোর্সে একজন সিনিয়র Scientologies এক্ষেত্রে নিরীক্ষক (Auditor)হিসেবে বিভ্রান্ত মানুষকে এ সকল বাঁধা ঠেলে পরিপূর্ন মানুষ হিসাবে তৈরি করতে সাহায্য করে। The Curch of Scientology সম্ভবত নতুন ধর্মগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ‘‘সম্পদশালী’’ ও ‘‘প্রভাবশালি’’ ধর্ম। Scientologiest বিভিন্ন কোর্সে অংশ গ্রহনের জন্যে মোটা অংকের অর্থ ব্যায় করে থাকেন, কোন কোন কোর্সে অংশ গ্রহনের জন্যে তারা মাথা পিছু ৫০০০০পাউন্ড পর্যন্তখরচ করে থাকেন। Scientologiest রা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পেতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংস্থার সাথে বিবাদে জরিয়ে পড়ে। আমেরিকাতে তারা বিবাদে জড়িয়েছে Federal Bureau of investigation(FBI), The internal Revenue Service, the Food and Drug Administration(FDA) এর সাথে। বিবাদে জড়িয়েছে ইউকে, জার্মানি ও ফ্রান্সে যারাই নিষিদ্ধ বা বেধেঁ রাখতে চেয়েছে তাদের সাথে। দীর্ঘ চার যুগ আইনী লড়াইয়ের পর, আমেরিকার Internal Revenue Service ''The Curch of Scientology''কে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে মেনে নেয়। অন্য দিকে ইউকে Charity Commission এটিকে দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় নি। The Curch of Scientology এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৭৫০০০০। The Curch of Scientology এর বার্ষিক আয় প্রায় ২০০ মিলিয়ন পাউন্ড। The Curch of Scientology এর পক্ষে আইনী লড়াই লড়বার জন্যে এর প্রায় ১০০আইজীবির পেছনে প্রায় ১৩ মিলিয়ন দলার খরচ করে থাকে। মজার বিষয় হলিউডের Jhon Travolta,Sharon stone,Demi Moore, Tom Cruise এর মতো অভিনেতা অভিনেত্রী এর সদস্য।

. .

- Satanisam:- এটি অন্য যে কোন ধর্মের চেয়ে বেশি বিতর্কিত। এর অনুসারিরা শয়তানের পুঁজারি। ১৯৬৬ সালে Anton la Vey সানফ্রাসিস্কোতে ''The church of satan'' প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি ''The satanic Bible'' রচনা করেন। Marilyn Manson এর মতো নাম কিছুকরা মিউজিকসিয়ান এতে যুক্ত হওয়া এটি নতুন করে আলোচনায় আসে। Alister Crowley শয়তান উপসনাকারিদের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত ছিলেন, তিনি তখন ‘‘সবচেয়ে দুষ্টু মানুষ ((জীবিত)হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ''১৯৯০ সালের দিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ‘‘শয়তান উপসনাকারিদের ধর্মের নামে অনাচারের ''- অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের পুলিশ ও সরকারের তদন্তে বেরিয়ে আসে শয়তান উপাসনাকারিদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আসে তার অধিকাংশই গুজব।

. .

- The internation Fortean Society, The society for the

Investigation for the Unexplained, The Raelians এর মতো ধর্মীয় আন্দোলন গুলো গড়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নির্ভর করে।

. .

ব্রিটিশ সাংবাদিক EdwareHunter এর মতে NRM এ ধর্মীয় সংগঠন গুলো এর সদস্যদের মন নিয়ন্ত্রনের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে নতুন ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধারণার প্রসার ঘটাবার মাধ্যমে এর অনুসারিদের রক্ত মাংসে গড়া পাপেটে বা human Robot এ পরিনত করে। নীচের ঘটনা গুলো তার বক্তব্যের সত্যতাই তুলে ধরেঃ-

১। ১৮ই নভেম্বর ১৯৭৮, জোনস টাওন, গায়নায় people Temple নামে এক ধর্মীয় সংঠনের নেতা Jim Jones ও তার ৯১৩ জন অনুসারি বিষাক্ত পানীয় পানের মাধ্যমে মারা যায়।

২। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত Solar Temple নামের গ্রুপটির প্রায় ৭০ জন সদস্য আত্মহত্যা করে। যারা বিশ্বাস করতো তাদের মৃত্যুর পর তারা যখন অদৃশ্যতা লাভ করবে তখন তাদের নেতা Joseph Di Mambro তাদের Sirius গ্রহে নিয়ে যাবেন।

৩। Aum Shinrikyo(Supreme Truth Society)নামের জাপানি এই ধর্মীয় সংগঠটি ১৯৯৫ সালে টৌকিয় সাবওয়েতে বোমা বিস্ফোরনের জন্যে দায়ী, এতে ১২ জন নিহত ও হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়।

৪। ১৯৯৭ সালে Heaven Gate নামক সংগঠনটির ৩৯ জন সদস্য পরস্পরকে মরতে সাহায্য করে।
১৯৯৭ সালে হেলির ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়। Heaven Gate এর সদস্যরা মনে করে এটি একটি মহাকাশ যান যা তাদেরকে নিতে এসেছে।তাই তারা এগিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে।

এসকল ধর্ম বিশ্বাসিদের মতোবাদ, বিশ্বাস ও জীবন যাপন পদ্ধতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এদের প্রতিটি কম বেশি কুসংস্কার ও গোড়ামিতে পরিপূন। একদিকে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূত পূর্ব অগ্রগতির ফলে বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ যখন কুসংস্কার ও অজ্ঞতার অন্ধকার ঠেলে উন্নতির চরম শিখরের দিকে এগিয়ে চলছে, তখনও পৃথিবীর মানুষের এক বড় অংশ নতুন নতুন ধর্ম অনুসরনের মাধ্যমে কুসংস্কারে জালে নিজেদের জড়িয়ে ফেলছে। ধর্মীয় কুসংস্কার মুক্ত মানব সমাজ পেতে এ পৃথিবীকে হয়তো অপেক্ষা করতে হবে আরো অনেক দীর্ঘ সময় ...

jahid_humanist@yahoo.com

মুক্ত-মনাদের শুভেচ্ছা।
১২ই ডিসেম্বর ২০০৫